এডওয়ার্ড পি. জোনস

ক্রীতদাসের গল্পে পুলিৎজার জয়ী

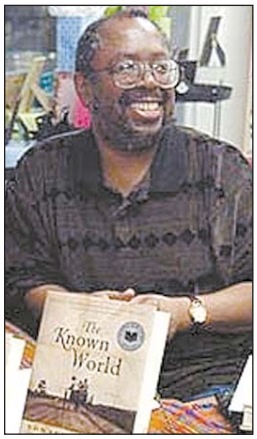

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **পারভেজ চৌধুরী**

এডওয়ার্ড পি. জোনস জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫০ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে। তার মা সেখানকার এক হোটেলের ডিশ ওয়াশার ছিলেন। দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারের জোনস পড়াশোনার জন্য খুব একটা সময় বের করতে পারতেন না। তার মা চাইতেন সন্তানরা (২ ছেলে এক মেয়ে) পড়াশোনা করুক। তিনি সেভাবেই তাদের সাহস যোগাতেন এবং উৎসাহ দিতেন। শিশু বয়সেই জোনসের আগ্রহ ছিলো সচিত্র কমিক বইয়ের প্রতি। তার বয়স যখন ১৩ সেই সময় থেকেই বই পড়ায় ভীষণ আনন্দ পেতে শুরু করে। তার পড়া প্রথম উপন্যাস 'হু কিলড স্টেলা পমের?' ব্রিটিশ এই রহস্যোপন্যাসটি সংগ্রহ করেছিলেন তার এক কাজিনের কাছ থেকে।

১৯৭২ সালে ভার্জিনিয়ার হলিক্রস কলেজ থেকে বি.এ ডিগ্রি নেন। সেখানে পড়ার সময় তার এক শিক্ষকের কাছ থেকে জানতে পারেন ইতিহাসের এক বিস্ময়কর দিক, কৃষ্ণাঙ্গদের হাতেই কৃষ্ণাঙ্গদের ক্রীতদাস হয়ে থাকার গল্প। সেটি তার মনে ভীষণভাবে রেখাপাত করে। ১৯৮১ সালে ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে লেখালেখির ওপর এমএফএ ডিগ্রি নেন। পড়াশোনার শেষ করে পেশাদার লেখক হয়ে কাজ করেছেন বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে। ১৯৯২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় ছোট গল্পের সংকলন 'লস্ট ইন দ্যা সিটি' (Lost in the city)। গল্পগুলোর মূল উপজীব্য পঞ্চাশ, ষাট এবং সত্তর দশকের ওয়াশিংটনে কৃষ্ণাঙ্গদের সংগ্রাম, সংঘাত এবং স্বপ্ন বাস্তবতা নিয়ে। এটির জন্যে জোনস আর্নেস্ট হেমিংওয়ে এবং পিইএন পুরস্কার পান এবং ন্যাশনাল বুক এওয়ার্ডের নমিনেশন পান। ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় গ্রন্থ, উপন্যাস 'দ্য নোন ওয়ার্ল্ড' (The known world)। তার দুটি কাজই আফ্রিকান-আমেরিকানদের নিয়ে। দুটি বই-ই উৎসর্গ করেছেন তাঁর মা-কে।

২০০৪ সালে উপন্যাস 'দ্য নোন ওয়ার্ল্ড'(The known world)-এর জন্য পুলিৎজার পুরস্কার পান। খুবই ধীরগতির লেখক এডওয়ার্ড পি. জোনস। উপন্যাস 'দ্য নোন ওয়ার্ল্ড' (The known world) ইতিহাসনির্ভর, যে ইতিহাস জ্বলন্ত জীবনের, ভালো লাগা, ভালোবাসা সংগ্রামের গতিশীল ইতিহাস।

'দ্য নোন ওয়ার্ল্ড'(The known world) ভার্জিনিয়ার ম্যানচেস্টার কাউন্টির একজন কৃষ্ণাঙ্গ কৃষক হেনরি টাউনসেন্ডের জীবনকে কেন্দ্র করে। এক সময় সে নিজেও ক্রীতদাস ছিলো। উইলিয়াম রবিন নামের এক শ্বেতাঙ্গ ধনাঢ্য ব্যক্তির সহায়তায় ক্রমশই সে নিজেও ধনাঢ্য হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে মালিক হয়ে ওঠে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসেরও। তার জীবন ঘিরে উপন্যাসের ভাঙাগড়া, উপন্যাসের চলাচল।

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের আয়োজনে বাংলাদেশে এসেছেন আমেরিকার খ্যাতিমান এই বিশ্বনন্দিত সাহিত্যিক। ঢাকায় তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় যখন তাঁকে জানালাম তার স্মৃতিময় ভার্জিনিয়া, আর্লিংটন এবং ওয়াশিংটন ডিসি সম্প্রতি ঘুরে এসেছি, তখন বেশ সপ্রতিভ হয়ে ওঠেন। আমাদের দেশে দু-চারজন সিরিয়াস পাঠক কিংবা লেখক ছাড়া মোটেই পরিচিত নন তিনি।

বাংলাদেশে তাঁর এই আসা কাজের প্রতি, তাঁর প্রতি আগ্রহ বাড়াবে পাঠকের।

কোলাহলবিমুখ, সৌম্য, শান্ত এবং স্থিতধী স্বভাবের এডওয়ার্ড পি. জোনসের সাহিত্যকর্মের অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে কথা হয়নি- কারণ এ আমার অজ্ঞতা, অবজ্ঞাজনিত নয়। প্রিয় পাঠক, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি। এটি হতে পারে এডওয়ার্ড পি. জোনসের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠার প্রথম পাঠ।

সাপ্তাহিক ২০০০ : দ্য নোন ওয়ার্ল্ড (The known world)-এর ভাবনা কিভাবে এলো?

এডওয়ার্ড পি. জোনস : কলেজে পড়ার সময় আমার এক শিক্ষকের কাছে জানতে পারি যে কৃষ্ণাঙ্গরা স্লেভ ঔন করতো। আমার ধারণা ছিলো শুধু সাদাদের ক্রীতদাস ছিলো। কিন্তু যখন শুনলাম যে কালোদেরও ক্রীতদাস ছিলো, তখন থেকেই ভাবনাটা পেয়ে বসে।

যখন একটা কিছু লেখার কথা ভাবতে থাকি তখনই মাথায় এলো এটি নিয়ে নয় কেন? সেই থেকেই এ উপন্যাসের শুরু।

২০০০: উপন্যাসটি পরোপুরি ইতিহাসনির্ভর?

জোনস : এটা পুরোপুরি ফিকশন। সব কাহিনী কল্পনাপ্রসূত, মন থেকে বানানো। লেখার আগে ভেবেছিলাম অনেক রিসার্চ করবো, এ ব্যাপারে অনেক জানবো। ৪০টিরও বেশি বই সংগ্রহও করেছিলাম, তা আর কখনো পড়া হয়ে ওঠেনি। ১২ পৃষ্ঠা লেখার পর ১০ বছর এভাবেই ছিলো, যদিও বইটা ৪০০ পৃষ্ঠার। তারপর চিন্তা করলাম, না কোনো বই পড়ে লিখব না। মাথায় যে কাহিনীটা তৈরি হয়ে আছে সেটাই শুরু করবো। ১০ বছর পর তাই করলাম।

২০০০: পুলিৎজার পাওয়ার পর কেমন লাগলো?

জোনস : গত বছর এপ্রিলে যখন শুনলাম পুলিৎজার পেয়েছি তখন আমি ভার্জিনিয়ার আর্লিংটন থেকে ওয়াশিংটন ডিসিতে মুভ করার আয়োজন করছি। এক বছর হয়ে গেলো, যেমন ছিলাম তেমনই আছি। পুলিৎজার আমাকে কোনো পরিবর্তন করতে পারেনি।

২০০০: বইটা নিয়ে কোনো পুরস্কারের ভাবনা ছিলো?

জোনস : বইটা এতো ফেমাস হবে, পুরস্কার অর্জন করবো এরকম কোনো চিন্তাই ছিলো না। মাথায় শুধু ঘুরছিলো একজন প্রকাশক খুঁজে বের করা। একটা বই লেখার পর চিন্তা হতে থাকে দেড়-দুই বছর পর যখন পড়বো তখন হয়তো খারাপ লাগবে। কিন্তু এই বইটার ক্ষেত্রে সেরকম কিছু হয়নি। এটার কারণ হলো, লেখা শেষ করার পর অনেকবার রিভিশন দিয়েছি, ভাষা সুন্দর করার চেষ্টা করেছি যাতে বইটা যারা পড়বেন তাদের যেন ভালো লাগে। সেজন্যই হয়তো এখনো বইটা পড়ে মনে হয়নি কাজটা খারাপ হয়েছে।

২০০০: আপনার জীবন খুব যন্ত্রবিমুখ ...

জোনস : হ্যাঁ। আমার কোনো গাড়ি নেই। সেল ফোন ব্যবহার করি না। ঘরে কোনো ফার্নিচারও নেই। এমনকি ল্যাপটপ ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু করেছি গতবছর থেকে।

২০০০: কিন্তু এমনটা কেন?

জোনস : কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো। যেখানে থাকি সেখানের পরিবহন ব্যবস্থা খুবই ভালো। গাড়িতে চড়ে চারপাশ দেখতে খুবই ভালো লাগে। ড্রাইভ করলে সেসব থাকে না।

আর ল্যাপটপ, ইন্টারনেট ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছি প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য।

২০০০: বাংলাদেশের পটভূমিতে কাজ করার কোনো চিন্তা-ভাবনা আছে?

জোনস : এ প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে এখনো নেই। দেশে ফিরে গিয়ে দু-তিন মাস পর চিন্তা-ভাবনা করবো। তখন হয়তো ভাবনা আসতেও পারে।